যুগান্তর

তারিখ 12 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ...4... কলাম ...6...

কা জী ফা রু ক আ হ মে দ

শিক্ষকনীতি উন্নয়নে ইউনেস্কোর প্র

শিক্ষানীতি নিয়ে নতুন বছরের ১৮ থেকে ২০ জানুয়ারি প্যারিসে ইউনেস্কোর উদ্যোগে তিন দিনের আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে ছিল— স্কুল নেতৃত্ব, মূল্যায়ন ও পরিচালন প্রক্রিয়া। বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা এগুলোর ওপর আলোচনা অব্যাহত রেখেছেন। প্যারিসের ওই সিম্পোজিয়ামের আগে বিগত বছর নভেম্বরের ৪ তারিখে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে শিক্ষকনীতি উন্নয়নে উপস্থাপিত নির্দেশিকা বা প্রস্তাবনা নিয়ে দেশে দেশে শিক্ষক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্ট মানুষদের একটা বড় অংশ এখনও মতবিনিময় করে চলেছেন। দেখা যাচ্ছে, শিক্ষকনীতিকে অনেকে নতুন বিষয় মনে করছেন। তবে বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলে, বিশেষ করে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষাসংশ্লিষ্টরা একবাক্যে বলছেন, শিক্ষকনীতির দরকার আছে। এ কথা ঠিক, আমরা শিক্ষানীতির কথা শুনতে যতটা অভ্যস্ত, শিক্ষকনীতি সেক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে নতুন ভাবনা। সে সঙ্গে এ কথাও বলা যায়, শিক্ষকনীতি অতি সহজে, বিশেষ করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষকদের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাদৃত হবে। যেসব দেশে শিক্ষকরা বিভিন্ন বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার, তাদের কাছে এবং যেখানে শিক্ষকদের আচরণ নিয়ে অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষের অভিযোগ— অনুযোগ আছে, তারা উভয়ে শিক্ষকনীতিকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দেখতে চাইবেন।

ইউনেস্কোর ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে শিক্ষকনীতির সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে যে নির্দেশিকা বা প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়েছে, তার ৫টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের মধ্যে প্রথমটিতে শিক্ষকনীতির উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা, পরিধি এবং কাদের জন্য তা দরকার; দ্বিতীয়টিতে একটি সেক্টর প্ল্যানের অধীনে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকারের অংশ হিসেবে; তৃতীয়টিতে শিক্ষকনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিত ও সেসবের পারস্পরিক সম্পর্ক যাচাই; চতুর্থটিতে শিক্ষকনীতির বিভিন্ন পর্যায় ও প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা; পঞ্চমটিতে, শিক্ষকনীতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্ভাব্য পদক্ষেপগুলো ও উদ্ভূত পরিস্থিতির বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।

ইউনেস্কোর ৩৮তম সাধারণ অধিবেশনে শিক্ষকনীতি উপস্থাপন করেন মেক্সিকোর স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ইন্টারন্যাশনাল টাস্কফোর্স স্টিয়ারিং কমিটির সদস্যরা যৌথভাবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর শিক্ষকনীতি প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য সামনে রেখে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইউনেস্কোর শিক্ষাবিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক কিয়ান টেং শিক্ষকনীতির নির্দেশিকার মুখবন্ধে অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ায়, বিশেষ করে শিক্ষক ও তাদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষকনীতি তৈরির ওপর জোর দিয়েছেন।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, শিক্ষকদের অধিকার ও করণীয় সংক্রান্ত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের সুপারিশমালা, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৩/৪ এবং ইনিশিয়েটিভ ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ও একশনএইড বাংলাদেশের শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে প্রণীত ২৬ দফা সনদ বাংলাদেশে শিক্ষকনীতি তৈরিতে ভালো অবদান রাখতে পারে। উল্লেখ্য, ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোর সম্মেলনে ১৪৪টি সুপারিশসহ শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ গৃহীত হয়। পরে জাতিসংঘের আরেক সংগঠন আইএলও তা অনুমোদন করে। এ ধারাবাহিকতায় ২৮ বছর ধরে আলোচনা-পর্যালোচনান্তে ১৯৯৪ সালে ইউনেস্কোর ২৬তম সাধারণ অধিবেশনে তৎকালীন মাহপরিচালক ফেডেরিকো মেয়রের প্রস্তাবক্রমে ৫ অক্টোবরের সুপারিশগুলো স্মরণীয় করে রাখতে ওই দিনটিকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। তবে ১৯৬৬ সালের সুপারিশমালা ছিল মূলত নার্সারি কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক, কারিগরি, বৃত্তিমূলক, চারুকলাসহ স্কুলে পাঠদানকারী শিক্ষকদের জন্য। মাধ্যমিক (উচ্চ)-পরবর্তী স্তরগুলোর সুস্পষ্ট উল্লেখ সেখানে ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালের ১৫ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর এক বিশেষ অধিবেশনে উচ্চতর স্তরে শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মর্যাদা সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণীত হয়। সিদ্ধান্ত হয়, ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের উভয় সুপারিশমালা যুগ্মভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা সনদ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিশ্বব্যাপী সর্বস্তরের শিক্ষক ওই সনদের স্মারক দিবস হিসেবে ৫ অক্টোবর প্রতি বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করবেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্টে শিক্ষক প্রসঙ্গ

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষকদের প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার কয়েকটি : ১. 'সুশিক্ষা ও মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক। শিক্ষকের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য একদিকে প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা, অন্যদিকে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষক-শিক্ষা এবং চাহিদাভিত্তিক যুগোপযোগী পৌনঃপুনিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন করা (পৃষ্ঠা ৫৬)। শিক্ষক সংগঠনগুলোকে তাদের কর্মকাণ্ড শুধু পেশাগত দাবি আদায়ের মধ্যে নিয়োজিত না রেখে শিক্ষকদের মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হবে' (পৃষ্ঠা ৫৭); ২. 'আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব স্তরের শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হবে' (পৃষ্ঠা ৫৮); ৩. 'শিক্ষকদের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা : শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা শুধুমাত্র সুবিন্যস্ত বাক্যগাঁথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত অর্থে তাদের সামাজিক মর্যাদা দেয়া না হলে শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভব নয়' (পৃষ্ঠা ৫৮); ৪. 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ছুটির সময় ছাড়া শিক্ষাসংক্রান্ত কাজের বাইরে অন্যান্য কাজে সম্পৃক্ত করা হবে না' (পৃষ্ঠা ৫৯)।

২০১৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে ১.৬ মিলিয়ন নতুন শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'শিক্ষকদের সম্ভাবনা উন্মুক্তকরণই শিখন সংকটের সমাধান'— এ কথা উল্লেখ করে সবার জন্য শিক্ষা, গ্লোবাল মনিটরিং রিপোর্ট ২০১৩/৪-এ যে দশটি প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেছে তা হল : ১. শিক্ষক ঘাটতি পূরণ করা, ২. শিক্ষাদান করতে সর্বোত্তর প্রার্থীদের আকর্ষণ করা, ৩. সব শিশুর চাহিদা পূরণে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, ৪. শিক্ষকদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও মেনটর প্রস্তুত করা, ৫. চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষকের ব্যবস্থা করা, ৬. উত্তম শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পেশা এবং বেতন কাঠামোর ব্যবস্থা করা, ৭. সর্বোচ্চ ফলাফল পেতে শিক্ষকদের সুশাসনের উন্নয়ন, ৮. শিখন উন্নয়নে শিক্ষকদের উদ্ভাবনী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পরিচিত করা, ৯. না শেখার ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিক্ষার্থীদের শনাক্ত ও সহায়তার জন্য শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে মূল্যায়ন উন্নয়ন করতে হবে, ১০. প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের উত্তম তথ্য প্রদান।

> শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা এনজিওগুলোর উচিত অবিলম্বে সরকারের সঙ্গে শিক্ষকনীতি কী; কীভাবে, কাদের নিয়ে তা প্রণয়ন করা দরকার— এসব নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনার উদ্যোগ নেয়া। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষক আন্দোলনের কর্মসূচিতে শিক্ষকনীতির দাবি নতুন উপাদান যোগ করবে এবং আন্দোলনে নতুন ধারা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করবে। শিক্ষকরা শিক্ষকনীতি নিয়ে বেশি সোচ্চার হবে, কারণ তাদের কাছে এটা হবে নতুন আরেকটি রক্ষাকবচ।

স্বামীর মুক্তিপণে
টাকা জোগাড়ে প
নেমেছেন বুলবুল

নাসির উদ্দিন রকি, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

চট্টগ্রামে অপহৃত স্বামীর মুক্তি
টাকা জোগাড় করতে ভিক্ষা ক
ইএফএ গ্লো বুলবুল দাশ। ২০১৫ সালের
মহাপরিচালক চান্দগাঁও থানাধীন মোহরা কালু
নির্ভর করে। এলাকার বাসিন্দা মানসাপদ দ
প্রয়োজন। এট দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে। অ
মানের উন্নতি মানসাপদ দাশ পেশায় এ
অবনতি ঘটে। রিকশাচালক। অপহরণের পর অ
ইউনেস্কোর ৩ স্থান থেকে অপহৃতের বড়
গাইড' অনুস মোবাইলে ফোন করে ১ লাখ
দ্রুত বাস্তবায় মুক্তিপণ দাবি করা হয়। ওই টাকা
সংগঠন, ইনি রিকশাচালক মানসাপদকে মুক্তি
আয়োজন ক হবে বলে জানায় দুর্বৃত্তরা। মুক্তি
মিশনসহ শি ওই এক লাখ টাকা জোগাড় ক
মাধ্যমিক ও ভিক্ষার হাত পেতেছেন তার স্ত্রী।
রাখবেন বলে নগরীর রাস্তায় কিংবা মানুষের ব
শিক্ষক সং বাড়িতে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দি
শিক্ষকনীতি বর্ণনা করছেন স্বামীর অপহর
সরকারের স কাহিনী। স্বামীকে উদ্ধারে যে মা
কর্মসূচিতে নি **নেমেছেন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৭**

ধারা সৃষ্টির
কারণ তাদে
প্রশাসনও
পারবেন।

অধ্যক্ষ কাজী
চেয়ারম্যান,
ihdbd@y...